অনূর্দ্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত

চন্দননগরের ঈশানের বলে পাকিস্তান বধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ ঈশান পোড়েলের দুর্ধর্ষ বোলিং-এর সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। ফলস্বরূপ ২০৩ রানে জয়ী হয়ে ভারত অনূর্দ্ধ ১৯ ক্রিকেট চলে গেল বিশ্বকাপের ফাইনালে। সঙ্গে সঙ্গে খুশির হাওয়া হুগলির চন্দননগর রথের সড়কে। এদিন ভারতের ২৭২ রানের জবাবে মাত্র ৬৯ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। যার মধ্যে চার চারটি উইকেট নেয় চন্দননগরের সিংহশিশু ঈশান পোড়েল। ঈশান চন্দননগর রথের সড়ক সম্বল শিবতলা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সদস্য। এদিন সকাল থেকেই জগদ্ধাত্রী নাটমন্দিরের সামনে উল্লাসে মাতেন চন্দননগরবাসী। এদিন ঈশানের মা রীতা পোড়েল বলেন, ভোর তিনটে থেকে ছেলের খেলা ছিল। তাই গভীর রাতে একটার সময় উঠে সোজা ঠাকুর ঘরে চলে যাই। কারণ আমার পুজো দিতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগে। আজ মায়ের কাছে শুধুই প্রার্থনা করেছি ছেলে যেন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভালো খেলে। মাও আজ আমার নিরাশ করেনি। এদিন ভারতের ২৭২ রানের জবাবে পাকিস্তান মাত্র ৬৯ রানে খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। যার মূল কাণ্ডারি ভারতের পেস বোলার চন্দননগরের ঈশান। এদিন ৬ ওভার বল করে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেয় ঈশান। যার মধ্যে দুটি মেডেন ওভার আছে। এদিন কার্যত ঈশানের বোলিংই পাকিস্তানের কোমড় ভেঙে দেয়। যার ফলে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি গোটা পাকিস্তান টিম। এদিন ভোর রাত থেকেই গোটা পোড়েল পরিবার টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিল। নিউজিল্যান্ডে যখন ঈশান এক একটি উইকেট নিচ্ছে তখন উল্লাসে চিৎকার করে উঠেন এই পরিবারের সদস্যরা। সকাল থেকেই ঈশানের বাড়িতে একের পর এক টেলিফোন বেজে ওঠে। পাশাপাশি পাড়া প্রতিবেশীরা উপস্থিত হন তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে। এখনই পোড়েল পরিবার চায় অনূর্দ্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ঘরে তুলুক ভারত। আর ফাইনালেও বাজিমাত করুক ঈশান পোড়েল।

কানাইপুরে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর কানাইপুর এলাকায় একের পর এক জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন জেনে বুঝে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের এক শ্রেণির কর্তা ব্যক্তি এবং শাসক দলের মদতেই এই কাজ করছে কিছু দুষ্কৃতচক্র। ইতিমধ্যেই কানাইপুর পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি জলাশয় ভরাট হয়ে আবাসন তৈরি হয়েছে। প্রোমোটাররাজের এহেন কার্যকলাপে শুধুই ছোটোখাটো নয় একের পর এক বিশাল জলাশয় ভরাট হয়েছে। একদিকে যেমন রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের একাংশের হাত রয়েছে তেমনই প্রোমোটারদের হাতে রয়েছে অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত মানুষরাও। আরযার জেরে সামনে এসে প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। যদিও বাসিন্দাদের বক্তব্য,সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জলাশয় ভরাট করেছে কিছু দুষ্টচক্র। আর শুধুমাত্র পয়সার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীর কড়া নির্দেশিকা অমান্য করে শাসক দলের নেতারা জলাশয় ভরাটে মদত দিচ্ছে। তাই অবিলম্বে সরকার হস্তক্ষেপ না করলে অচিরেই হারিয়ে যাবে কানাইপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলাশয়। ভারসাম্য নষ্ট হবে পরিবেশের। তাই তাঁরা চান অবিলম্বে রাজ্য সরকার বিষয়টির দিকে নজর দিক।

সুরভারতী সঙ্গীত কল্যাণ কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর কল্যাণী আবাসনে সুরভারতী সঙ্গীত কল্যাণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন তারকেশ্বর গৌড়ীয় মঠের মহারাজ। এখানে মূলত সংগীতচর্চা, অঙ্কন এবং নৃত্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আটসহ বিভিন্ন কালচারাল শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন মহারাজকে সম্বর্ধনা, উদ্বোধনী সংগীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। তারকেশ্বরসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

নালিকুলে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির হরিপাল বিধানসভার নালিকুলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হল। জমায়েত ছিল স্বতস্ফূর্ত। কয়েক হাজার সমর্থক এই মিছিলে পা মেলান। বিধায়ক ছাড়াও সমাজসেবী স্বরূপ মিত্র, বাবলু গায়েন, ছাত্র যুব নেতা সুমিত সরকারসহ একাধিক নেতৃত্ব এই মিছিলে অংশ নেন। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক বেচারাম মান্না বলেন, হরিপালে তৃণমূলের মাটি, এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ৩৪ বছরের অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই ঘটনায় মানুষ আনন্দিত। এখানে বিজেপি নামে একটি দল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চলেছে। কিন্তু তা হবে না। এখানে উন্নয়নই শেষ কথা বলবে।

হুগলিতে ৩০হাজার বাংলা আবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে হুগলি জেলা মহকুমা এবং ব্লক স্তরের ৩০ হাজার মানুষের হাতে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে সরকারি বাড়ি পাওয়ার অঙ্গীকারপত্র তুলে দেওয়া হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক সঞ্জয় বনশাল, সাংসদ রত্না দে নাগ, হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদারসহ হুগলি জেলা পরিষদ ও চুঁচুড়া পুরসভার সদস্যরা। এদিন গোর্খা ময়দান থেকে মোট ৭জনের হাতে সরকারি বাড়ি পাওয়ার অঙ্গীকারপত্র তুলে দেওয়া হয়। অঙ্গীকারপত্র মাফিক আগামী এপ্রিল মাস থেকে মোট চার দফায় বাড়ি করার জন্য টাকা দেবে সরকার। ন্যূনতম এককাঠা জমি দেখাতে পারলেই সরকারের এই প্রকল্পের আওতায় আসবে সাধারণ মানুষ। সকলের জন্য ঘরের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ।

ছাত্র-যুব সদস্য সংগ্রহ তৃণমূলের

মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে তৃণমূলের পদযাত্রা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ ছাত্র-যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হল হুগলির আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার দলের পক্ষ থেকে আরামবাগ বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বুথে ছাত্র ও যুব সদস্যদের অনুপ্রাণিত করতে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন নন্দী। এপ্রসঙ্গে স্বপনবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে রাজ্যের উন্নয়নে সামিল করতেই এই উদ্যোগ।

রাস্তা জুড়ে নির্মাণ সামগ্রী, সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ খানাকুলের অধিকাংশ এলাকায় রাস্তা জুড়ে বালি, ইট, স্টোনচিপসের মতো জিনিস দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, খানাকুলের প্রায় সর্বত্রই রাস্তা জুড়ে এধরনের জিনিসের জেরে ক্রমশই রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে এলাকায় দুর্ঘটনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনাপ্রসঙ্গে খানাকুলের বাসিন্দা রাজু প্রামানিক বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই খানাকুলের বেশিরভাগ এলাকায় রাস্তা জুড়ে ইমারতি দ্রব্য অবৈধভাবে পড়ে আছে। এর জেরে রাস্তা কয়েকটি জায়গায় এতই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে যে যাতায়াত করতেও সমস্যা হয়। বিশেষত, সমস্যায় পড়ছে স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রীরাও। তৈরি হচ্ছে যানজট। কিন্তু প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই এই ব্যাপারে। বার বার জানানোর পরেও কোনও কাজই হয়নি। এলাকাবাসীর মতে, খানাকুল এলাকার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের মুনাফা কামাতে সরকারি রাস্তা ব্যবহার করে মানুষের অসুবিধা তৈরি করে যাচ্ছেন। অভিযোগ, স্থানীয় শাসকদলের নেতা ও প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মীদের নিয়মিত মাসোহারাও দিতে হয় রাস্তা জুড়ে ব্যবসা চালানোতে মদত দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, গত বর্ষার পর থেকেই খানাকুল জুড়ে রাস্তার বেহাল দশা প্রকট হয়ে উঠেছে। খানাকুলবাসীর দাবি, অধিকাংশ রাস্তাই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তার উপর রাস্তা জুড়ে ইট, বালি, স্টোনচিপস-এর তাণ্ডবে পরিস্থিতি বেহাল হয়ে উঠেছে বলে ক্ষোভ এলাকাবাসীর। এরকম চলতে থাকলে আগামী দিনে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হতে হবে বলে জানালেন গ্রামবাসীরা। যদিও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদ। তবে তা কবে কার্যকর হয় তা নিয়ে অধীর আগ্রহে আছে খানাকুলের মানুষজন।

যাত্রাশিল্পী অশ্বিনীকুমারের জন্মতিথি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ প্রয়াত বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী তথা পল্লীগুরু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০২তম জন্মতিথি পালিত হল মঙ্গলবার। এদিন দুপুরে এই উপলক্ষ্যে আরামবাগ বাসুদেবপুর মোড়ে শিল্পীর মর্মরমূর্তির পাদদেশে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বাণীপ্রসাদ সেন, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক শৈলেন সরকার, প্রাক্তন শিক্ষক কাশীনাথ চক্রবর্তী, আশিসবরণ সামন্ত, সমাজসেবী সত্যনারায়ণ মাঝি, শিক্ষক অক্ষয়কুমার দে, কিংকর কুণ্ডু প্রমুখ। এছাড়াও এদিন সন্ধ্যায় অশ্বিনীবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতা ওই গৃহবধূর নাম ঝর্ণা রায় (৫৪)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার মান্দাপুর গ্রামে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার তিনি যখন বাড়ির উঠানে কাঠের উনানে রান্না করছিলেন তখন অসাবধানতাবশত সেই উনানের আগুন তাঁর শাড়িতে ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের লোক দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তার পর তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার ভোরে ওই হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, তাঁর স্বামীর নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। পেশায় চাষী। বর্তমানে স্বামী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে বর্তমান।

বিদ্যুতের টাওয়ারের গর্তে ধস, জখম কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিদ্যুতের টাওয়ার বসানোর জন্য ঢালাইয়ের কাজ চলাকালীন মাটির ধস নেমে গুরুতর জখম হলেন এক কর্মী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুবাটী এলাকায়। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, ১৩২ কেবি পাওয়ার লাইনের সঙ্গে তারকেশ্বর থানার তালপুর পাওয়ার লাইনের যোগাযোগের জন্য ইলেকট্রিক টাওয়ার বসানোর কাজ চলছিল। মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই ঢালাইয়ের কাজ চলার সময় পাশ থেকে ধস নামে। প্রায় ২০জন লোক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সকলেই ভিন জেলা থেকে কাজে এসেছিলেন। তবে নিচের দিকে ছিলেন গোপাল হালদার নামে এক ব্যক্তি। তিনি চাপা পড়ে যান। তবে সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় রেফার করা হয়। সূত্রের খবর, তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার সিউড়ি এলাকায়।

চন্দন নগরে ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার সকালে হুগলির চন্দননগর জ্যোতির তেমাথা মোড়ে একটি ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত হয়েছেন সাতজন। আহতদের সকলকেই চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, এদিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা কেউ বাজারে কাঁচা আনাজ কিনতে যাচ্ছিলেন, আবার কেউ অফিস যাওয়ার জন্য অটো ধরতে যাচ্ছিলেন। এই সময় ভোলা নামে ওই ষাঁড়টি রাস্তায় থাকা লোকদের গুঁতোতে শুরু করেন। এই ঘটনায় ওই সাতজন আহত হন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

গুড়াপ থানার পথনিরাপত্তা সপ্তাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও গুড়াপ থানার পরিচালনায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। গুড়াপ থানা এলাকার ক্লাবদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সপ্তাহব্যাপী পথনিরাপত্তা কর্মসূচী পালনকে কেন্দ্র করে হেলমেট ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও চার চাকার চালকরা যাতে সিট বেল্ট পরেন তাদের সজাগ করা হয়।

এর জন্য থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করা হয় বলে জানান গুড়াপ থানার ওসি বঙ্কিম বিশ্বাস।

পুকুরের জলে তলিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ অসতর্কতাবশত পুকুরে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বৃদ্ধার নাম শ্যামলী হাইত(৬২)। বাড়ি হুগলির খানাকুল রামমোহন ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুরে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরে তিনি বাড়ির কাছে একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। তখন পরিবারের লোক বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। জলে কাপড় ভাসতে দেখে সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। বিকালের দিকে তাঁকে দেহ উঠে আসে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে থেকেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধা।

এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ●স্বপ্নদোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, ওষুধসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
মহিলাদের বন্ধ সৌন্দর্য্য যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
অর্শ, ফিসচুলা, ভ্রাঁপাসী, ডায়বেটিস ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগ
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১২টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মার্কেটের বিপরীতে প্রতি মাস ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আরামবাগ পৌরহাটি মোড় তারকেশ্বর কালীবাড়ির মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
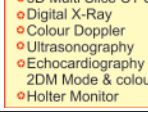
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী Ph : 03211-256950 Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC